BCS প্রিলি. লেকচার শিট আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার ১০

আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক-১

❑ রাষ্ট্রের ধরণ প্রকৃতি এবং অন্যান্য ❑ কূটনীতি/কূটনৈতিক শব্দাবলি (ট্রাক-১, ট্রাক-২, ডুয়াল ট্রাক, পিংপং, Mango, Shuttle Diplomacy প্রভৃতি) ❑ চুক্তির ধরণ (LoI, MoU, Protocol, Convention, Extradition, Repatriation, FTA, PTA প্রভৃতি) ❑ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি (ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, আলজিয়ার্স চুক্তি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ) ❑ কনভেনশন (জেনোসাইড কনভেনশন, জেনেভা কনভেনশন, ভিয়েনা কনভেনশন, CRC, CWC ইত্যাদি)।

রাষ্ট্রের ধরন প্রকৃতি

রাষ্ট্র (The State)

সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করেছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বাস্তব রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্র সমাজের একটি শক্তিশালী বাহন যার মাধ্যমে সমাজ সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক গার্নার এর মতে, সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।

ছায়া রাষ্ট্র/গুপ্তরাষ্ট্র (Deep State)

রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি সমান্তরাল রাষ্ট্র, সমসাময়িক রাজনীতি বিজ্ঞানে একে Deep State বলে। এ ধরনের রাষ্ট্রে পর্দার অন্তরালে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সক্রিয় থাকে যারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। (যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস), বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয় যারা পর্দার আড়ালে থেকে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নজরের বাইরে থেকে ক্ষমতার চর্চা করেন।

স্যাটেলাইট স্টেট (Satellite State)

স্যাটেলাইট স্টেট হল প্রতিবেশী বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবাধীন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। যেমন: নেপাল ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট।

আধারাষ্ট্র (Quasi State)

একটি আধা রাষ্ট্র সদৃশ সত্তা, যাকে একটি প্রোটো রাষ্ট্র বলা হয়। একটি রাজনৈতিক সত্তা বা একটি সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বা স্বায়ত্তশাসিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেনা। (যেমন: আজাদ কাশ্মীর, কাতালোনিয়া)

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র (Small State)

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে বুঝানো হয় সেসব রাষ্ট্র যারা কেবল নিজস্ব সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না, বরং অন্য কোনো রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান অথবা ভারসাম্য রক্ষা কিংবা বলপ্রয়োগকারী অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর করে।

বৃহৎ রাষ্ট্র (Big State)

বৃহৎ রাষ্ট্র বলতে বর্তমানে বিশ্বের গুটিকয়েক রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়, যাকে অন্যভাবে পঞ্চশক্তিও বলা হয়। এ পঞ্চশক্তি হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন।

বাফার রাষ্ট্র (Buffer State)

পামার ও পারকিনসের মতে, দ্বিমেরু ভিত্তিক বিশ্বে বাফার অঞ্চল বা নিরপেক্ষ এলাকা ব্যতীত শক্তিসাম্য বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ছোট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে বাফার রাষ্ট্র বলা হয়। ঐরূপ রাষ্ট্র দুই অতি বৃহৎ শক্তির মধ্যে সরাসরি প্রতিযোগিতা রদ করতে পারে। বাফার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে পারে বা তাঁবেদার রাষ্ট্র বা অধীনস্থ এলাকা হতে পারে। জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে বেলজিয়াম বাফার রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রকারভেদ:

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ, অবস্থান ও ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে। যথা:

ক. সার্বভৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং খ. ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে।

ক. সার্বভৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে:

সার্বভৌমত্ব হলো একটি অবিভাজ্য ও চরম অভিব্যক্তি, যার ওপর নির্ভর করে মূলত রাষ্ট্র নামক সংগঠনটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সার্বভৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেনীবিভাগ করা যায়-

১. সামন্ত রাষ্ট্র/Vassal State: যে রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অধীনে থাকে তাকে সামন্ত রাষ্ট্র বলে। মূলত এরকম রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণভাবে সব কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে কিন্তু শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অভিভাবক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. আশ্রিত রাষ্ট্র/Sheltered State: যদি কোনো দুর্বল রাষ্ট্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে আশ্রিত রাষ্ট্র বলে। আশ্রিত এসব রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র।

৩. আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র/Obedient State : যে রাষ্ট্র কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র বা পরাশক্তির অধীনে থাকে তাহলে তাকে আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান ও অটোমান সাম্রাজ্য তথা তুরস্কের অধীনে এমন কতগুলো রাষ্ট্র ছিল, যা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদেরকে ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়। প্রধানত যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলো এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রই এসব রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

৪. অছি রাষ্ট্র: ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাধীন রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদ পালন করে থাকে।

৫. কনডমিনিয়াম রাষ্ট্র: 'Condominium যদি কোনো রাষ্ট্রের ওপর একের অধিক বহিঃশক্তি যৌথভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাকে যৌথ সার্বভৌম শাসিত রাষ্ট্র বা কনডমিনিয়াম রাষ্ট্র বলে। যেমন ব্রিটেন বা ফ্রান্স যৌথভাবে নিউ হেবসইডস দ্বীপের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৬. ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র: যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিদেশি শক্তির দখলে থাকে তাকে ঔপনিবেশিক অঞ্চল বলে। যেমন, ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ কলোনিযুক্ত ছিল।

৭. সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র: কতগুলো অঙ্গরাজ্যকে একত্রে সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র বলে। সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা-

(ক) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র: একাধিক প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

(খ) ফেডারেশন: যখন আঞ্চলিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা ভাগাভাগি করে রাষ্ট্রপরিচালনা করে তখন তাকে ফেডারেশন রাষ্ট্র বলে। যেমন, USA, ভারত।

(গ) কনফেডারেশন: যখন একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র স্ব স্ব স্বার্থে তাদের ক্ষমতা শিথিল করে কেন্দ্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে কনফেডারেশন স্টেট বলে। যেমন- জার্মানি ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত কনফেডারেশন স্টেট ছিল।

খ. ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে:

ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতেও রাষ্ট্রকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. পরাশক্তি: যখন কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো শক্তিকে বা রাষ্ট্রকে পরোয়া করে না তখন তাকে পরাশক্তি বলে। কোনো দেশ হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং শক্তিমত্তায়, সক্ষমতায় ও বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত এবং নিজের স্বার্থকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। যেমন- বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাশক্তি বলা হয়।

২. মাঝারি রাষ্ট্র: মাঝারি রাষ্ট্র বলতে প্রধানত আঞ্চলিক শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহকে বুঝায়। বৃহৎ রাষ্ট্রের পরই এর স্থান। ভারত, জাপান, জার্মানি, ব্রাজিল প্রভৃতি মাঝারি রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।

৩. কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State): আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে বুঝায়, যে রাষ্ট্র জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

কূটনীতি/কূটনৈতিক শব্দাবলি

Track-1: ট্রাক ওয়ান কূটনীতি হলো পেশাদার কূটনীতিকদের দ্বারা পরিচালিত দেশগুলোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা।

Track-2 (Second Track Diplomacy) : দুই বা ততোধিক বিবদমান দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সাধারণত উভয় দেশের পেশাদার কূটনীতিকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানে অনেক সময় পেশাদার কূটনীতিকগণ ব্যর্থ হন। ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে দেশের সিভিল সমাজ এগিয়ে আসেন। সিভিল সোসাইটি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিডিয়া ও শিক্ষাবিদ কর্তৃক এরূপ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে থাকে যার পরিণামে আস্থা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাকে সেকেন্ড ট্রাক ডিপ্লোমেসি বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বের কারণে এ ধরণের কূটনৈতিক উদ্যোগের ভূমিকা অপরিসীম।

Track III Diplomacy: ট্র্যাক টু যেমন হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা সমূহের জড়িত হওয়া (Non-governmental Organisations) সেক্ষেত্রে ট্রাক থ্রি হচ্ছে দাতাগোষ্ঠী যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, জাইকা প্রভৃতি সংস্থা সমূহ কর্তৃক বিবাদমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আস্থা-সৃষ্টিকারী উদ্যোগে Confidence-Building Measures (CBMs) সহায়তা প্রদান।

পিংপং কূটনীতি:

তৎকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরলে মূলত পিংপং ডিপ্লোমেসি তার অবসান ঘটিয়ে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালে চীনের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস (পিংপং) দল চীন সফর করে। এ জন্য এটার নামকরণ হয়েছে পিংপং কূটনীতি।

Shuttle Diplomacy:

বিবদমান দুটি দেশের মধ্যে মিমাংসা করতে যখন তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয় তখন সেটাকে Shuttle Diplomacy বলে। বাংলাদেশ এখন এই Shuttle Diplomacy ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য চীন ও রাশিয়াকে পাশে চাচ্ছে।

Foreign Policy (পররাষ্ট্রনীতি): বহির্বিশ্বের সাথে কোন দেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুসৃত নীতি। (২) কোন রাষ্ট্র কর্তৃক বহির্বিশ্বের সাথে অনুসৃত সমস্ত (অর্থনৈতিক নীতিসহ) নীতি।

Foreign Secretary (পররাষ্ট্র সচিব): পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (যেমন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান)। কোন কোন দেশে (যেমন কেনিয়া) বলা হয় Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs। ব্রিটেনে উক্ত পদকে বুঝাতে Permanental Under Secretary of State পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

Plebiscite (গণভোট): নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় নির্বাচন থেকে বিষয়টি আলাদা। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক সময় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় যেমন: কোন দেশের সাথে ইউনিয়ন গঠন বা কোন দেশের সাথে ভূখণ্ডটি যোগদান করবে ইত্যাদি। যেমনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন– ব্রেক্সিট ইস্যু নিয়ে যুক্তরাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

Protocol (প্রটোকল): কূটনৈতিক রীতিপদ্ধতির (procedures) নিয়মকানুন (rules) বিশেষত যা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের, অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বীকৃত পদমর্যাদা অনুযায়ী যা প্রয়োগ করা হয়। সরকারি ও প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে এধরণের নিয়মকানুনের প্রয়োগ বেশি এবং একারণেই হয়তো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রাচার প্রধানকে (Chief of Protocol) আনুষ্ঠানিকতার গুরু (Master of Ceremonies) বলা হয়। (২) কোন চুক্তির সংযুক্তি (৩) চুক্তির (treaty) তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক এগ্রিমেন্ট (৪) কোনো সম্মেলন এর কার্যবিবরণী (minutes) অথবা যা ঘটেছে তার আনুষ্ঠানিক রেকর্ড। যেমন- Protocol of Deposit of an Instrument of Ratification.

Summon (তলব করা): কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা বিবাদপূর্ণ উত্তেজনাকর কোনো বিষয়ে স্বাগতিক দেশের অবস্থান জানাতে সে দেশে দায়িত্ব প্রাপ্ত মিশন প্রধানকে ডেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এক্ষেত্রে তাদের অবস্থান (সাধারণত লিখিতভাবে) নোট হস্তান্তরের মাধ্যমে জানান। জরুরী বিবেচনায় এধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

Virtual Diplomacy (যথার্থ কূটনীতি): কূটনীতিতে সাম্প্রতিক তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের প্রভাব বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ব্লু বুকস (Blue Books): নীল মলাটে বাঁধানো ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপক সভার বা রাজসভার বিবরণী পুস্তক। ফ্রান্স ও চীনে এই পুস্তককে ইয়োলো বুক, জার্মানি, চীন ও পর্তুগালে 'হোয়াইট বুক' ইতালিতে 'গ্রিনবুক' এবং জাপানে ' গ্রে বুক' বলা হয়।

চুক্তির ধরণ

LoI:
Letter of Intent বা ইচ্ছাপত্র। কোনো বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি বুঝাতে স্বাক্ষরিত হয়।

MoU:
Memorandum of Understanding বা সমঝোতা স্মারক। পরীক্ষামূলকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। এটিকে চুক্তির আগে চুক্তি বলা হয়।

Protocol:
সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের রেকর্ড, চুক্তি বা কনভেনশনের চেয়ে কম নিয়মানুগ। এটি চুক্তির মত কিন্তু চুক্তি নয়। শর্ত থাকে কিন্তু শাস্তি থাকে না।

Convention:
সমঝোতা বা দরকষাকষির পর কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশ অনুমোদন ও অনুসমর্থনের পর তা কার্যকর হয়। কনভেনশন আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।

Extradition:
অপরাধী প্রত্যার্পণ চুক্তি। বাংলাদেশ ২০০৮ সালে থাইল্যান্ডের সাথে এবং ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি ভারতের সাথে অপরাধী প্রত্যার্পণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

Repatriation:
প্রত্যাবাসন চুক্তি। শরণার্থীদের নিজ ভূমিতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য বসতি স্থাপন, জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয়।

FTA
পূর্ণরূপ: Free Trade Agreement (FTA)
FTA হলো একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে বাধা দূর করা হয়। এটা মূলত মুক্ত বাণিজ্যের প্রয়াস।

PTA
পূর্ণরূপ: Preferential Trade Agreement (PTA)
PTA হলো অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যিক চুক্তি যার মাধ্যমে একটি দেশ অন্য দেশের সাথে নির্দিষ্ট পণ্য আমদানি রপ্তানিতে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

এক কথায় উত্তর

১. **'LoI' এর পূর্ণরূপ কোনটি?**
উত্তর: Letter of Intent.

২. **'MoU' এর পূর্ণরূপ কি?**
উত্তর: Memorandum of Understanding.

৩. **বিবদমান দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে মিমাংসা করতে যখন তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয় সেটাকে কোন ডিপ্লোমেসি বলে অভিহিত করা হয়?**
উত্তর: Shuttle Diplomacy.

৪. **বাংলাদেশের সাথে কতটি দেশের অপরাধী প্রত্যার্পন চুক্তি রয়েছে?**
উত্তর: ২টি (ভারত ও থাইল্যান্ড)।

৫. **Master of Ceremonies বলা হয় কাকে?**
উত্তর: রাষ্ট্রপ্রধানকে।

Teacher's Work

১. **দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়-** [৩৮তম বিসিএস]
ক স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র খ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
গ বাফার রাষ্ট্র ঘ জিরো সাম রাষ্ট্র
গ

২. **পিংপং এর অর্থ হচ্ছে-** [৩৮তম বিসিএস]
ক ভলিবল খ টেবিল টেনিস
গ বাস্কেট বল ঘ লন টেনিস
খ

এক নজরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ

চুক্তির নাম	সম্পাদনের তারিখ	স্থান	পক্ষসমূহ (দুইপক্ষ/বহুপক্ষ)
প্রথম ভার্সাই চুক্তি	১৭৮৩	ভার্সাই, ফ্রান্স	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য
দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি	১৯১৯	ভার্সাই, ফ্রান্স	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি এবং জার্মানি
তাসখন্দ চুক্তি	১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬	তাসখন্দ, উজবেকিস্তান	ভারত এবং পাকিস্তান

চুক্তির নাম	সম্পাদনের তারিখ	স্থান	পক্ষসমূহ (দুইপক্ষ/বহুপক্ষ)
মহাশূন্য চুক্তি	১০ অক্টোবর, ১৯৬৭		একশতটি স্বাধীন দেশ
ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি	৯ আগস্ট, ১৯৭১	মস্কো, রাশিয়া	ভারত এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি	১৯ মার্চ, ১৯৭২	নয়াদিল্লি, ভারত	বাংলাদেশ এবং ভারত
সিমলা চুক্তি	১ জুলাই, ১৯৭২	সিমলা, ভারত	ভারত এবং পাকিস্তান
প্যারিস শান্তি চুক্তি	১৯৭৩	প্যারিস, ফ্রান্স	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম
ক্যাম্প-ডেভিড চুক্তি	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮	ক্যাম্প ডেভিড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ইসরাইল এবং মিসর
ভারত-শ্রীলংকা শান্তি চুক্তি	২৯ জুলাই, ১৯৮৭	নয়াদিল্লি, ভারত	ভারত এবং শ্রীলংকা
নামিবিয়া চুক্তি	১৯৮৮	বেজিভিল, জায়ারে	কিউবা, এঙ্গোলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা
গ্যাট চুক্তি	১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪	মারাক্কেশ, মরক্কো	একশত পঁচিশটি দেশ (১২৫)।
ফিলিস্তিন-ইসরায়েল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি/ অসলো চুক্তি	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	ইসরাইল এবং পি. এল. ও
বসনিয়া মুসলিম-ক্রোয়েশিয়া ফেডারেশন চুক্তি	১৮ মার্চ, ১৯৯৪	ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বসনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া
ডেটন চুক্তি	২১ নভেম্বর, ১৯৯৫	ডেটন বিমান বাহিনী ঘাঁটি ওহিও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বসনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়া
বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি	১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬	হায়দ্রাবাদ হাউস নয়াদিল্লি, ভারত	বাংলাদেশ ও ভারত
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি	২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	ঢাকা, বাংলাদেশ	বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনী
বিশ্ব উষ্ণতা রোধ চুক্তি (কিয়োটো চুক্তি)	১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	কিয়োটো, জাপান	বিশ্বের ১৬০টি দেশ
ইরাক-জাতিসংঘ চুক্তি	২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	বাগদাদ, ইরাক	ইরাক এবং জাতিসংঘ
পিয়ংইয়ং চুক্তি	১৫ জুন, ২০০০	পিয়ংইয়ং (উত্তর কোরিয়া)	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া
ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া শান্তিচুক্তি	১২ ডিসেম্বর, ২০০০	আলজেরিয়া	ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া
ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি	১৯৯২	ম্যাসট্রিক্ট (নেদারল্যান্ড)	ইউরোপীয় ইউনিয়ন
মানবাধিকার সনদ (চুক্তি)	১৯৪৮	জাতিসংঘ সদর দপ্তর (নিউইয়র্ক)	মানব জাতির প্রত্যেক মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমতা ও সমান অধিকার স্বীকৃতি হয়।
জেনেভা কনভেনশন	১২ আগস্ট, ১৯৪৯	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত ৫৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
হাভানা চুক্তি	১৯৫৭	হাভানা, কিউবা	৫৪টি দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (অটোয়া)	১৯৯৭	অটোয়া (কানাডা)	বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলো স্থলমাইল নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির আলোচনা

মদিনা সনদ

১. বিশ্বের প্রথম লিখিত সনদ হলো– মদিনা সনদ।

২. মদিনা সনদ গৃহীত হয়– ৬২২ সালে। ধারা ছিল ৪৭ টি।

ম্যাগনাকার্টা চুক্তি

৩. ইংল্যান্ডের রাজা জন ম্যাগনাকার্টা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন– ১২১৫ সালের ১৫ জুন, সামন্তদের চাপে পড়ে লন্ডনের টেমস নদীর তীরে।

৪. ম্যাগনাকার্টা চুক্তিটি ইংল্যান্ডের আইনে পরিণত হয়– ১২৯৭ সালে।

৫. ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলে পরিচিত– ম্যাগনাকার্টা চুক্তি।

৬. মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগনাকার্টা চুক্তি দলিলটিকে বলা হয়– 'স্বাধীনতার মহাসনদ'।

৭. ম্যাগনাকার্টা সনদেই প্রথম বলা হয়, 'কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়, এমনকি রাজাও' সবাই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে। প্রত্যেকের রয়েছে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার'।

৮. ম্যাগনাকার্টার ৮০০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপিত হয়– ২০১৫ সালে।

পিটিশন অব রাইটস

৯. ব্রিটিশ জনগণের মানবাধিকার ইতিহাসের দ্বিতীয় দলিলটি হল ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস।

১০. ব্রিটিশ জনগণের কয়েকটি অধিকারকে স্বীকার করা হয় পিটিশন অব রাইটস-এর মাধ্যমে।

১১. 'পিটিশন' এ মোট ৪টি ধারা রয়েছে। যথা–

১. পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তির উপর কর আরোপ করা যাবে না।

২. কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে জেলে আটক রাখা যাবে না।

৩. সেনাবাহিনীর কোনো দল গৃহকর্তার পূর্ব অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে অবস্থান করতে পারবে না।

৪. দেশে শান্তিকালীন সময়ে সামরিক আইন জারি করা যাবে না।

বিল অব রাইটস

১২. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় Bill of Rights স্বাক্ষরিত হয় ১৬৮৯ সালে।

১৩. Bill of Rights দ্বারা স্বীকৃত হয় রাজার নিকট প্রজাদের আবেদন করা, পার্লামেন্টে সদস্যদের কথা বলা এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা।

অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট

১. অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট প্রণীত হয়– ১৯৭১ সালে।

২. আইনটিতে মূলত বলা হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

১. পরিচয়: আরব-ইসরাইলের চতুর্থ যুদ্ধ অবসানের চুক্তি

২. স্বাক্ষর: ১৯৭৮ [ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের ক্যাম্প ডেভিডে]

৩. স্বাক্ষরকারী: মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন।

৪. মধ্যস্থতাকারী: তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার

৫. উদ্দেশ্য: মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন

৬. বিষয়বস্তু: ১. মিশর সিনাই উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে
২. মিশর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিবে

৭. প্রতিক্রিয়া:

১. মিশরকে OIC ও Arab League থেকে বহিষ্কার করা হয়

২. ইহুদিরা আরো বেপরোয়া হয়ে পড়ে

৩. মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত খুন হয় (১৯৮১)

নোট: মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপন কেন্দ্র হলো ক্যাম্প ডেভিড।

Algiers Accords: আলজিয়ার্স চুক্তি

১. পরিচয়: ইরানে মার্কিন দূতাবাস থেকে জিম্মি দশার মুক্তি প্রদান

২. অন্য নাম: আলজিয়ার্স অ্যাকর্ডস

৩. স্বাক্ষর: ১৯৮১

৪. স্বাক্ষরকারী: যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান

৫. স্থান: আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স

৬. ফলাফল: ৫২ জন মার্কিন নাগরিক জিম্মি দশা মুক্ত হয়ে ইরান ত্যাগ করে।

ডেটন চুক্তি (Deton Treaty)

১. স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৯৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর।

২. ডেটন চুক্তির অন্য নাম– প্যারিস প্রোটোকল, ডেটন প্যারিস চুক্তি।

৩. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান– যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটি।

৪. যে দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়– সার্বিয়া ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মধ্যে।

৫. চুক্তির বিষয়– বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার যুদ্ধের অবসান।

৬. চুক্তিটির মধ্যস্থকারী– সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

৭. ফলাফল– এই চুক্তির ফলে বসনিয়া সংকট সমাধানের পথ সুগম হয়েছিল।

মানবাধিকার চুক্তি

১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং একটি ঘোষণাকে একত্রে বলা হয়– International Bill of Human Rights।

২. স্বাক্ষরিত হয়– ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে।

৩. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান– সুইজারল্যান্ডের জেনেভা।

৪. স্বাক্ষরকারী সংস্থা– জাতিসংঘ।

৫. চুক্তিটি গৃহীত হয়– জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। স্বাক্ষরকারী দেশ– ৫৮টি।

৬. চুক্তির বিষয়– যুদ্ধাহত ও যুদ্ধবন্দীদের ন্যায়বিচারের জন্য আচরণবিধি।

৭. মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১০ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়– বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা দুটি হলো–

১. **বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি :**

➢ চুক্তিটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়- ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

➢ চুক্তিটি কার্যকর হয় -২৩ মার্চ, ১৯৭৬ সালে ।

২. **অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি:**

➢ চুক্তিটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়- ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

➢ চুক্তিটি কার্যকর হয়- ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি।

তাসখন্দ চুক্তি

১. স্বাক্ষরিত হয়— ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি।

২. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান— উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য— কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপন।

৪. স্বাক্ষরকারী দেশ— ভারত ও পাকিস্তান।

৫. স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি— ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।

৬. মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি— সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সাই কোসিগিন।

৭. ফলাফল— ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

সিমলা চুক্তি

১. স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৭২ সালের ২ জুলাই।
২. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান– ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলায়।
৩. স্বাক্ষরকারী দেশ– ভারত ও পাকিস্তান।
৪. স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি– পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
৫. চুক্তির ফলাফল– ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের বিরোধপূর্ণ সমস্যা সমাধান করবে, উভয়ের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান দেখাবে এবং জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে বিরোধের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত Line of Control কে সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি

১. স্বাক্ষরিত হয়– ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
২. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান– ম্যাসট্রিক্ট, নেদারল্যান্ডস।
৩. কার্যকর হয়– ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে।
৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য– ইউরোপীয় অর্থবাজারকে সর্ববৃহৎ বাজারে পরিণত করা এবং একক মুদ্রা ইউরো চালু করা।
৫. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ– ১২টি ইউরোপীয় দেশ।
৬. ফলাফল– অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু।

শেনজেন চুক্তি

১. স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৮৫ সালের ১৪ জুন।
২. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান– লুক্সেমবার্গের শেনজেন শহরে।
৩. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ– বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সাবেক পশ্চিম জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ।
৪. উদ্দেশ্য– ইউরোপের ২৭টি দেশের মধ্যে জল, স্থল ও আকাশপথে এক ভিসায় বা ভিসা ব্যতীত অবাধ চলাচল।

অসলো চুক্তি

১. স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর।
২. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান– যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে।
৩. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী– PLO এবং ইসরাইল।
৪. স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি– আইজ্যাক রবিন ও ইয়াসির আরাফাত।
৫. চুক্তির মধ্যস্থতা করেন– মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
৬. চুক্তির ফলাফল– PLO এবং ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়।

এক কথায় উত্তর

১. 'সিমলা' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৭২ সালে।

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর: ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৩. 'জেনেভা কনভেনশন' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৪৯ সালে।

৪. 'ম্যাসট্রিক্ট' চুক্তি হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৯২ সালে।

৫. 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় কোন কোন দেশের মধ্যে?
উত্তর: ইসরাইল-মিশর।

৬. স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৯৭ সালে।

Teacher's Work

১. ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]
ক ২টি খ ৪টি
গ ৩টি ঘ ৫টি — খ

২. 'ডেটন শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়- [২৪তম বিসিএস]
ক ১৯৯০ সালে খ ১৯৯১ সালে
গ ১৯৯২ সালে ঘ ১৯৯৫ সালে — ঘ

৩. জাতিসংঘ কোন সালে মানবাধিকারসংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘোষণার ঐতিহাসিক নথিটি গ্রহণ করে? [৪০তম বিসিএস]
ক ১৯৪৮ খ ১৯৫৬
গ ১৯৪৫ ঘ ২০০০ — ক

৪. শেনজেন চুক্তি হচ্ছে– [২৬তম বিসিএস]
ক বাণিজ্য চুক্তি খ কর হ্রাস করা চুক্তি
গ অবাধ চলাচলসংক্রান্ত চুক্তি ঘ কোনোটিই নয় — গ

৫. তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, (ঘ ইউনিট) -১৭-১৮]
ক জওহরলাল নেহেরু খ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
গ মোরারজি দেশাই ঘ ইন্দিরা গান্ধী — খ

৬. 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়- [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহ-পরিচালক (কারিগরি) -১৭; পি.এস.সির সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক 1978 খ 1988
গ 1985 ঘ 1975 — ক

৭. কত সালে ম্যাসট্রিচট চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী '১৮]
ক ১৯৯৩ খ ১৯৯৪
গ ১৯৯২ ঘ ১৯৯৩ — গ

কনভেনশন

Genocide Convention: গণহত্যা সনদ

১. **স্বাক্ষর:** ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে
২. **কার্যকর:** ১২ জানুয়ারি, ১৯৫১ সালে
৩. **পুরো নাম:** Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
৪. Resolution: UNGA Resolution 260
৫. **নিয়ন্ত্রক:** Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
৬. **অনুমোদনকারী:** ১৫৩টি দেশ
৭. **বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে:** ০৫ অক্টোবর, ১৯৯৮ সালে
৮. **বাংলাদেশের আপত্তি:** ৯ নং অনুচ্ছেদে [প্রতিপক্ষ দেশের অনুমতি ছাড়া মামলা করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদে আপত্তি জানানো দেশ-৫টি]
৯. **গণহত্যা:** ০৫টি [২ অনুচ্ছেদ]
   ক. গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা
   খ. সদস্যদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত করা
   গ. এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে করে একটি গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।
   ঘ. জোরপূর্বকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা
   ঙ. জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।

জেনেভা কনভেনশন

১. স্বাক্ষরিত হয় -১৯৪৯ সালের ২৮ জুন।
২. স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান -সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে।
৩. চুক্তির বিষয়– যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ আইন প্রণয়ন।
৪. এর অন্য নাম– চারটি রেডক্রস কনভেনশন।

১. **প্রথম জেনেভা কনভেনশন:** স্বাক্ষরিত হয়– ২২ আগস্ট, ১৮৬৪ সালে। কার্যকর হয়– ২২ জুন, ১৮৬৫ সালে। চুক্তির লক্ষ্য– যুদ্ধকালীন সময়ে স্থলভূমিতে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের জন্য রক্ষাকবচ।
২. **দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন:** স্বাক্ষরিত হয়– ৬ জুলাই, ১৯০৬ সালে। কার্যকর হয়– ৯ আগস্ট, ১৯০৭ সালে। চুক্তির লক্ষ্য– সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি করা।
৩. **তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন:** স্বাক্ষরিত হয়– ২৭ জুলাই, ১৯২৯ সালে। কার্যকর হয়– ১১ জুন, ১৯৩১ সালে। চুক্তির লক্ষ্য– যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
৪. **চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন:** স্বাক্ষরিত হয়– ১২ আগস্ট, ১৯৪৯ সালে। কার্যকর হয়– ২১ আগস্ট, ১৯৫০ সালে। চুক্তির লক্ষ্য– যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক লোকদের জন্য রক্ষাকবচ।

ভিয়েনা কনভেনশন-১৯৯৩

১. পরিচয়: মানবাধিকার বিষয়ক বিধি
২. অন্য নাম: Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)
৩. গৃহীত: ২৫ জুন, ১৯৯৩ [ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে]
৪. এই কনভেনশনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত: United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

CRC- 1989

১. CRC: Convention on the Rights of the Child
২. পরিচয়: শিশু অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার চুক্তি
৩. স্বাক্ষর: ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৯ (নিউইয়র্ক)
৪. কার্যকর: ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০
৫. শিশুর বয়স: ০-১৮ বছর
৬. এই সনদের প্রটোকল: ৩টি

CWC-1993

১. CWC: Chemical Weapons Convention
২. পরিচয়: রাসায়নিক অস্ত্রবিরোধী সনদ
৩. পূর্ণনাম: Convention on the Prohibition of the Development Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction.
৪. স্বাক্ষর: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে
৫. কার্যকর: ১৯৯৭
৬. গোষ্ঠী: ১৯৩টি (অনুসমর্থনকারী: ৬৫টি দেশ)
৭. সর্বশেষ অনুসমর্থনকারী: ফিলিস্তিন
৮. সদস্য নয়: উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ সুদান ও মিশর
৯. স্বাক্ষর করলেও অনুমোদন করেনি: ইসরাইল
১০. CWC এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW-1997)

Teacher's Work

১. **যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বিষয়ে ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনসন সমূহ অভিহিত–** [২৪ তম বিসিএস]
ক ‘দুটি রেডক্রস কনভেনশন’ নামে খ ‘তিনটি রেডক্রস কনভেনশন’ নামে
গ ‘চারটি রেডক্রস কনভেনশন’ নামে ঘ ‘পাঁচটি রেডক্রস কনভেনশন’ নামে গ

২. **জেনেভা কনভেনশন কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?** [রাবি (এ ইউনিট, গ্রুফ-২): ২০১৯-২০]
ক ১৯৪৫ খ ১৯৮৩ গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫৩ গ

৩. **জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন শহরে?** [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক- ২০১৭]
ক জেনেভায় খ রোমে গ প্যারিসে ঘ অটোয়ায় ক

যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরিভাষা

১. **অর্ডন্যান্স:** সামরিক অস্ত্রশস্ত্র; সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র বিভাগ।
২. **অ্যাডমিরাল:** রণতরী বহরের অধ্যক্ষ। নৌ সেনাধ্যক্ষ বা নৌবাহিনীর প্রধান।
৩. **অ্যামবুশ (Ambush):** গোপন ঘাঁটি থেকে আকস্মিক আক্রমণ।
৪. **অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান (Anti-Aircraft Gun) বা বিমানবিধ্বংসী কামান:** বিমান ভূপাতিত করার বিশেষ ধরনের কামান।
৫. **অক্সিলিয়ারি ফোর্স (Auxiliary Force)** যুদ্ধকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত সহায়ক সেনাবাহিনী।
৬. **আর্মি কো-অপারেশন ক্রাফট (Army co-operation Craft):** শত্রুদের অভ্যন্তরে অভিযানের জন্য সামরিক পরিক্রমা ও আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত বিমান।
৭. **আর্টিলারি (Artillary বা গোলন্দাজ বাহিনী):** কামান, ভারী মেশিনগান, বিমানবিধ্বংসী কামান ইত্যাদি সজ্জিত বাহিনী।
৮. **আর্মিসটিস বা যুদ্ধবিরতি:** শান্তি প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধের সাময়িক অবসান।
৯. **অ্যারিয়াল ক্যামেরা (Areial Camera) :** বিমান থেকে ছবি বা ফটো গ্রহণের যন্ত্র।
১০. **এয়ার রেইড প্রিকশন (Air Raid precaution):** শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেসমারিক দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলি।
১১. **এয়ার শিপ:** বিশেষভাবে নির্মিত সমরাস্ত্রসজ্জিত জাহাজ। যুদ্ধ জাহাজ, ওয়ারশিপ, ব্যাটলশিপ, ক্রুজার, গানবোট ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত।
১২. **কমান্ডো (Commando):** শত্রুপক্ষের দুর্বল অংশে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে গা ঢাকা দেয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদল।
১৩. **কনসক্রিপশন (Conscription):** সামরিক কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ভর্তি ও প্রশিক্ষণ।
১৪. **কার্টেল (Cartle) বন্দি বিনিময়ের ব্যবস্থা।**
১৫. **কাউন্টার মাইন (Counter Mine):** শত্রুপক্ষের মাইনবিধ্বংসী মাইন।
১৬. **কনভয় (Convoy):** সেনাদলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রহরী বাহিনী, বাণিজ্য জাহাজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিযুক্ত যুদ্ধজাহাজ।
১৭. **কোর্ট মার্শাল (Court Martial):** সামরিক বাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলাভঙ্গ ইত্যাদি অপরাধের বিচারের জন্য নিযুক্ত বিচারালয়।
১৮. **গানবোট (Gunboat):** নদী বা উপকূলের অদূরের সমুদ্রে ব্যবহারযোগ্য ভারী অস্ত্রসজ্জিত ক্ষুদ্রাকায় রণতরী বিশেষ।
১৯. **গ্রেনেড (Grenade):** হাতবোমা; নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে বা আঘাত ক্রিয়াশীল ফিউজ সংযুক্ত বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ ছোট গোলকার ক্ষেপণাস্ত্র।
২০. **টর্পেডো (Torpedo Boat):** নিজ শক্তিতে চলমান ডুবন্ত মাইন। জাহাজ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসলে এ মাইন প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে জাহাজের তলার ক্ষতিসাধন করে ডুবিয়ে দেয়।
২১. **টর্পেডো বোট (Torpedo Boat):** দ্রুত গতিসম্পন্ন টর্পেডোবাহী ও নিক্ষেপক ছোট জাহাজ।
২২. **টাস্কফোর্স (Task Force):** বিশেষ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত একক নিয়ন্ত্রনাধীন স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর একটি সম্মিলিত দল।
২৩. **ট্যাঙ্ক (Tank):** দাঁতওয়ালা চওড়া চেইনের ঘূর্ণনে গতিবান কঠিন ধাতুর আবরণ বিশিষ্ট ও দ্রুত নিক্ষেপে সক্ষম মেশিনগান সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ি বিশেষ। ট্যাঙ্ক সমতল ও অসমতল উভয় প্রকার অঞ্চল অতিক্রম করতে পারে।
২৪. **ট্রেঞ্চ (Tranch):** পরিখা; শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দীর্ঘ গর্ত।
২৫. **ডিকোড (Decode):** সাংকেতিক বার্তাকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তরিতকরণ।
২৬. **ডেস্ট্রয়ার (Destroyer):** টর্পেডো, কামান, দ্রুত গোলা নিক্ষেপক ছোট কামান ও ভারী বোমা সজ্জিত দ্রুত গতিসম্পন্ন হালকা রণতরীবিশেষ। ডুবোজাহাজ বা টর্পেডোর আক্রমণ থেকে অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ রক্ষায় ডেস্ট্রয়ার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২৭. **Dug-out (ডাগআউট):** আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভূগভস্থ রক্ষাব্যবস্থা বা আশ্রয়।
২৮. প্যারাশুট (Parachute) বিমান বা অন্য উঁচু স্থান থেকে নিরাপদে অবতরণের জন্য ব্যবহৃত ছাতা বিশেষ।
২৯. **প্যাট্রোল (patrol):** নির্দিষ্ট এলাকা রক্ষা বা সংরক্ষণের জন্য টহলদার।
৩০. **পেরিস্কোপ (periscope):** পরিখা বা ডুবোজাহাজ থেকে ওপরে দেখার জন্য ব্যবহৃত দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র।
৩১. **পিপ (pip):** সামরিক অফিসারের পোশাকের হাতায় সংযুক্ত পদমর্যাদা পরিচিতি জ্ঞাপক প্রতীক।
৩২. **ব্যাটল ক্রুজার (Battle Cruiser) :** দ্রুতগতিসম্পন্ন ও পুরু বর্মাকৃত রণতরী বিশেষ।
৩৩. **বেল আউট (Bale uot):** ক্ষতিগ্রস্ত বিমান থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে অবতরণ।
৩৪. **ম্যান অব ওয়ার (Man of War) :** নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উপযোগী যুদ্ধজাহাজ।

Teacher's Work

১. **'Ordnance' শব্দের অর্থ কী?**
ⓚ আদেশ ⓛ বিশেষ ক্ষমতাবলে আদেশ ⓖ অধ্যাদেশ ⓘ সমরাস্ত্র — ঘ

২. **গোপন ঘাঁটি থেকে আকস্মিক আক্রমণ করাকে কী বলে?**
ⓚ অর্ডিন্যান্স ⓛ টর্পেডো ⓖ অ্যামবুশ ⓘ কনভয় — গ

৩. **সামরিক কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ভর্তি ও প্রশিক্ষণকে কী বলা হয়?**
ⓚ কনসক্রিপশন ⓛ কাউন্টার মাইন ⓖ এয়ার রেইড প্রিকশন ⓘ টাস্কফোর্স — ক

Unique Question for Student Practice

১. জাতিসংঘের রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধী সনদটি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
ক ১৯৮৭ খ ১৯৮৮
গ ১৯৯৩ ঘ ১৯৮৯ — গ

২. সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রটি কবে কার্যকর হয়?
ক ১৯৫২ খ ১৯৪৮
গ ১৯৭৬ ঘ ১৯৬৬ — খ

৩. স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কোনটি?
ক INF চুক্তি খ সল্ট-১
গ ন্যাটো চুক্তি ঘ অটোয়া চুক্তি-১৯৯৭ — ঘ

৪. ঘোষিত পরমাণু শক্তিধর দেশ-
ক নয়টি খ আটটি
গ সাতটি ঘ দশটি — খ

৫. রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি — গ

৬. রাষ্ট্রের মুখপাত্র কে?
ক সরকার খ প্রধানমন্ত্রী
গ রাষ্ট্রপতি ঘ সবগুলি — ক

৭. নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক সামাজিক অধিকার খ ব্যক্তিক অধিকার
গ রাজনৈতিক অধিকার ঘ সাংস্কৃতিক অধিকার — গ

৮. 'নেকড়েযোদ্ধা কূটনীতি' কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক ভিয়েতনাম খ উত্তর কোরিয়া
গ চীন ঘ রাশিয়া — গ

৯. কোন চুক্তিতে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক ন্যাটো খ সিটিবিটি
গ এনপিটি ঘ সল্ট — খ

১০. LDC Stands for?
ক Least Developed Country
খ Last Diabetic Council
গ Lower Divisional Court
ঘ Least Diagonosed Cancer — ক

১১. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন কাজে সমন্বয় করে কোনটি?
ক ইউনেস্কো খ অছি পরিষদ
গ ইউএনডিপি ঘ নিরাপত্তা পরিষদ — গ

১২. সর্বশেষ কোন দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসে?
ক India খ Bangladesh
গ Vhutan ঘ Nepal — গ

১৩. সরকার রাষ্ট্র গঠনের কততম উপাদান?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ চতুর্থ ঘ তৃতীয় — ঘ

১৪. রাষ্ট্রের উপাদান নয় কোনটি?
ক নির্দিষ্ট ভূখ- খ আইনের শাসন
গ সরকার ঘ সার্বভৌমত্ব — খ

১৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে?
ক প্লেটো খ বার্জেস
গ এরিস্টটল ঘ গেটে — গ

১৬. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে?
ক এরিস্টটল খ ম্যাকিয়াভেলি
গ হবস্ ঘ লক — খ

১৭. The Prince (দি প্রিন্স) গ্রন্থের রচয়িতা-
ক হবস্ খ ম্যাকিয়াভেলি
গ এরিস্টটল ঘ স্টুয়ার্ড মিল — খ

১৮. 'রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল' বলেছেন-
ক সক্রেটিস খ এরিস্টটল
গ প্লেটো ঘ অধ্যাপক বার্জেস — ঘ

১৯. 'রাষ্ট্র হলো আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটি জনসমষ্টি' উক্তিটি কে করেছেন?
ক এরিস্টটল খ উড্রো উইলসন
গ গার্নার ঘ আব্রাহাম লিঙ্কন — খ

২০. "শক্তি নয় ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" বলেছেন-
ক টিএইচ গ্রিন খ টিএইচ ব্রাউন
গ এরিস্টটল ঘ প্লেটো — ক

২১. রাষ্ট্র গঠনে কোনটি অপরিহার্য উপাদান?
ক সরকার খ গণতন্ত্র
গ রাজনৈতিক দল ঘ একনায়কতন্ত্র — ক

২২. রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?
ক জনসমষ্টি খ ভূখণ্ড
গ সরকার ঘ সার্বভৌমত্ব — ঘ

২৩. জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রাণ স্বরূপ হলে ভূ-খণ্ড কী?
ক প্রাণ খ দেহতুল্য
গ সমাজতুল্য ঘ অখ- ভূমি — খ

২৪. "সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখপাত্র"- উক্তিটি কার?
ক এরিস্টটল খ বার্জেস
গ হ্যারল্ড লাস্কি ঘ উড্রো উইলসন — গ

২৫. কয়টি বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি — খ

২৬. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব কোন বিভাগের উপর ন্যস্ত?
ক শাসন বিভাগ খ আইন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ সামরিক বিভাগ — ক

২৭. রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই-
ক স্বাধীনতা খ সংবিধান
গ আইন ঘ সার্বভৌমত্ব — ঘ

২৮. It is impossible to imagine a state without-
ক Sovereignty খ Democracy
গ A Parliament ঘ Rule of Law — ক

২৯. সার্বভৌমত্ব কী?
ক সরকারের চরম ক্ষমতা খ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা
গ রাষ্ট্রপতির চরম ক্ষমতা ঘ প্রধানমন্ত্রীর চরম ক্ষমতা খ

৩০. নিম্নে কোনটি সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক স্থায়িত্ব খ অবিভাজ্যতা
গ অহস্তান্তর যোগ্যতা ঘ সরকার পরিবর্তনশীল ঘ

৩১. পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌমত্বহীন?
ক ফিলিস্তিন খ ভুটান
গ নেপাল ঘ আফগানিস্তান ক

৩২. রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ ক

৩৩. 'The modern State' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক Aristotle খ Abraham Lincoln
গ R.M. Maciver ঘ John F Knnedy গ

৩৪. রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব কোনটি?
ক জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা
খ কর ও খাজনা আদায় করা
গ বিদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা
ঘ শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ক

৩৫. নিম্নে কোনটি আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ?
ক শিক্ষা বিস্তার খ শিল্প বাণিজ্যের প্রসার
গ সামাজিক নিরাপত্তা ঘ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ঘ

৩৬. রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ কোনটি?
ক দেশ রক্ষা করা খ আইন প্রণয়ন করা
গ প্রশাসন পরিচালনা ঘ শিক্ষা বিস্তার ঘ

৩৭. 'ভোটাধিকারের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিত্ব মর্যাদাসম্পন্ন হয়' বলেছেন-
ক লর্ড ব্রাইস খ জন মেইল
গ স্টুয়ার্ড মিল ঘ জন লক ক

৩৮. 'The ballot is stronger than bullet' quoted by-
'বুলেটের চাইতে ব্যালট শক্তিশালী' উক্তিটি কার?
ক Lincoln খ W. Churchill
গ A. Hitler ঘ B. Mussolini ক

৩৯. EVM বোঝায়-
ক ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন খ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন
গ ইলাস্টিক ভোটিং মেশিন ঘ এফিসিয়েট ভোটিং মেশিন খ

৪০. ইভিএম পদ্ধতি কোন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত?
ক চাকুরি খ মেধা যাচাই
গ নির্বাচন ঘ শেয়ার বাজার গ

৪১. সর্বপ্রথম কোন দেশ নির্বাচনে ই-ভোটিং ব্যবহার করে?
ক America খ Bangladesh
গ Estonia ঘ None of them ক

৪২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েরা কোন সালে ভোটাধিকার পান?
ক ১৯২০ খ ১৯২১
গ ১৯২২ ঘ ১৯২৩ ক

৪৩. ২০০২ সালে মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে?
ক সৌদি আরব খ বাহরাইন
গ কুয়েত ঘ সংযুক্ত আরব আমিরাত খ

৪৪. যুক্ত জার্মানির প্রথম নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক ১৫ জুলাই, ১৯৮৯ খ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০
গ ২ ডিসেম্বর, ১৯৯০ ঘ ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯১ গ

৪৫. বিশ্বের কোন দেশে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক?
ক সুইডেন খ অস্ট্রেলিয়া
গ নিউজিল্যান্ড ঘ ইংল্যান্ড খ

৪৬. কোন নীতি অনুসারে পিতা মাতার নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারন হয়?
ক জন্মনীতি খ জন্মস্থান
গ অনুমোদন নীতি ঘ কোনোটিই নয় ক

৪৭. জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কোনটি?
ক জন্মনীতি খ জন্মস্থান
গ ক ও খ উভয়ই ঘ কোনোটিই নয় গ

৪৮. নাগরিকত্ব অর্জনের জন্মস্থান নীতি অনুসৃত হয় কোন দেশে?
ক বাংলাদেশে খ ভারত
গ আমেরিকায় ঘ ফ্রান্সে গ

৪৯. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য-
ক আইন মান্য করা খ ভোট দেয়া
গ আনুগত্য প্রকাশ করা ঘ কর প্রদান করা গ

৫০. একজন নাগরিকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য কোনটি?
ক আইন মান্য করা খ কর প্রদান করা
গ সন্তানদের শিক্ষা দেয়া ঘ রাষ্ট্রের সেবা করা ক

৫১. নিচের কোনটি নাগরিকের দায়িত্ব?
ক রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা
খ শিল্প কারখানায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা
গ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
ঘ রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ক

৫২. ভোটদানের অধিকার কোন ধরনের অধিকার?
ক রাষ্ট্রীয় খ রাজনৈতিক
গ সামাজিক ঘ আইনগত অধিকার খ

৫৩. রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বলতে কোন শব্দটি ব্যবহার হয়?
ক Ambassador খ Representative
গ Consul ঘ Cabinet ক

৫৪. হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডরের মধ্যে পার্থক্য কী?
ক প্রথমজন কমনওয়েলভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও অপরজন কমনওয়েলথ বহির্ভূত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি
খ প্রথমজন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও অপরজন এশিয়া ও আফ্রিকার
গ প্রথমজন কূটনীতিক ও অপরজন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি
ঘ কোনো পার্থক্য নেই ক

৫৫. জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সর্বোচ্চ কূটনীতিকদের বলা হয়-
ক অ্যাম্বসেডর খ হাইকমিশনার
গ সেক্রেটারি ঘ অ্যাটাশে ক

৫৬. **কূটনৈতিক কাজ কোন বিভাগ করে থাকে?**
ক বিচার বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ সংবিধান ঘ আইন সভা **খ**

৫৭. **মালদ্বীপের সরকার প্রধানকে বলা হয়-**
ক রাজা খ প্রেসিডেন্ট
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ বাদশাহ **খ**

৫৮. **নিম্নের কোন দেশের সরকার প্রধান হলেন প্রেসিডেন্ট?**
ক ইন্দোনেশিয়া খ থাইল্যান্ড
গ জাপান ঘ অস্ট্রেলিয়া **ক**

৫৯. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান?**
ক মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
খ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
গ একনায়কতান্ত্রিক সরকার
ঘ সমাজতান্ত্রিক সরকার **খ**

৬০. **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিভাবে বণ্টন করা হয়?**
ক কেন্দ্রের ইচ্ছায় খ প্রদেশের ইচ্ছায়
গ সরকারের ইচ্ছায় ঘ সংবিধানের মাধ্যমে **ঘ**

৬১. **A person who rules without consulting other-**
ক Democrat খ Bureaucrat
গ Autocrat ঘ Fanatic **গ**

ব্যাখ্যা: Democrat- গণতান্ত্রিক; Bureaucrat - আমলা; Autocrat - স্বৈরশাসক; Fanatic - ধর্মান্ধতা।

৬২. **গণতন্ত্র: বহুদল: একনায়কতন্ত্র:**
ক দুশাসন খ বল প্রয়োগ
গ একদল ঘ একক আদর্শবাদ **গ**

৬৩. **'ডিমোস' শব্দটির অর্থ কী?**
ক সরকার খ ক্ষমতা
গ রাজনীতি ঘ জনগণ **ঘ**

৬৪. **গণতন্ত্রের প্রাণ হলো-**
ক সরকার খ রাষ্ট্র
গ সংবিধান ঘ জনগণ **ঘ**

৬৫. **প্রতিনিধত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি কোনটি?**
ক সরকার খ মন্ত্রিপরিষদ
গ সার্বভৌমত্ব ঘ রাজনৈতিক দল **ঘ**

৬৬. **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কী বোঝায়?**
ক ক্যাবিনেট খ বিরোধী দল
গ সুশীল সমাজ ঘ লোকপ্রশাসন বিভাগ **খ**

৬৭. **গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার- উক্তিটি কার?**
ক বার্কার খ হিরোডটাস
গ সীলি ঘ ডাইসি **ক**

৬৮. **'জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনসাধারণের সরকারই হলো গণতন্ত্র'- এটা কার উক্তি?**
ক Russeau খ Montague
গ Voltaire ঘ Abraham Lincoln **ঘ**

৬৯. **"If there is no opposition, there is no democracy" উক্তিটি করেছিলেন-**
ক আইভর জেনিংস খ অধ্যাপক লাস্কি
গ জন লক ঘ আব্রাহাম লিংকন **ক**

৭০. **এরিস্টটল 'গণতন্ত্র'কে সরকার ব্যবস্থার কোন প্রকারের রূপ হিসেবে গণ্য করেছেন?**
ক স্বাভাবিক রূপ খ পরিমার্জিত রূপ
গ বিকৃত রূপ ঘ ঐশ্বরিক রূপ **গ**

৭১. **প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে-**
ক ফ্রান্সে খ ব্রিটেনে
গ যুক্তরাষ্ট্রে ঘ জার্মানি **খ**

৭২. **সংসদীয় গণতন্ত্রের উৎপত্তি কোন দেশে?**
ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ যুক্তরাজ্য
গ ফ্রান্স ঘ জার্মানি **খ**

৭৩. **The largest democratic country in the world is........ / পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয় কোন দেশকে?**
ক United states খ United kindom
গ India ঘ None of the above **গ**

৭৪. **কোন দেশে সর্বপ্রথম 'সরাসরি গণতন্ত্র' (Direct Democracy) চালু হয়েছিল?**
ক ভারত খ রাশিয়া
গ সুইজারল্যান্ড ঘ ফ্রান্স **গ**

৭৫. **'তিয়েন আনমেন স্কোয়ার' কোথায় অবস্থিত?**
ক বেইজিং খ সাংহাই
গ হংকং ঘ ক্যান্টন **ক**

৭৬. **"গণতন্ত্র চত্বর" কোথায় অবস্থিত?**
ক Phnompenh খ Islamabad
গ New Delhi ঘ Tokyo **ক**

৭৭. **'Freedom House' means-**
ক জেনেভা খ লন্ডন
গ ওয়াশিংটন ঘ টরন্টো **গ**

৭৮. **ঐতিহাসিক 'ফ্রিডম স্কয়ার' কোন শহরে অবস্থিত?**
ক নিউইয়র্ক সিটি খ কায়রো
গ বাকু ঘ কোনোটিই নয় **ঘ**

৭৯. **কোন দেশে রাজতন্ত্র নেই?**
ক যুক্তরাজ্যে খ নেপালে
গ জাপানে ঘ যুক্তরাষ্ট্রে **খ, ঘ**

৮০. **'থাইল্যান্ড' শব্দের অর্থ কী?**
ক উচ্চভূমি খ নিম্নভূমি
গ যুক্তভূমি ঘ মুক্তভূমি **ঘ**

৮১. **১৭৮২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন দেশে 'চক্রী' বংশ শাসন করছে?**
ক Thailand খ Nepal
গ Bhutan ঘ Laos **ক**

৮২. **রাজা ভূমিবল কত বছর থাইল্যান্ডে সিংহাসনে আসীন ছিলেন?**
ক ৩০ বছর খ ৪০ বছর
গ ৫০ বছর ঘ ৭০ বছর **ঘ**

৮৩. মালয়েশিয়া একটি-
ক) প্রজাতন্ত্র খ) ইসলামি প্রজাতন্ত্র
গ) গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘ) রাজতন্ত্র — ঘ

৮৪. পৃথিবীর কোন দেশের রাজা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচিত হন?
ক) ইংল্যান্ড খ) স্পেন
গ) থাইল্যান্ড ঘ) মালয়েশিয়া — ঘ

৮৫. 'Khmer Rouge' কী?
ক) উপজাতি খ) ভাষা
গ) দেশ ঘ) গেরিলা সংগঠন — ঘ

৮৬. Pol pot was the leader of-
ক) Cambodia খ) Vietnam
গ) Laos ঘ) Thailand — ক

৮৭. কম্পুচিয়ার খেমারুজ নেতা পলপটের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন-
ক) নগুয়েণ থিউ খ) হো চি মিন
গ) থিউ সাম্পান ঘ) অং সান সুচি — গ

৮৮. কম্বোডিয়া পূর্বে কি নামে পরিচিত ছিল-
ক) Mauritania খ) Percia
গ) Kampuchea ঘ) None of these — গ

৮৯. মিশরে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে কবে?
ক) ১৯৫০ সনে খ) ১৯৫২ সনে
গ) ১৯৫৩ সনে ঘ) ১৯৫৫ সনে — খ

৯০. আফগানিস্তান থেকে রাজতন্ত্র উৎখাত হয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৯ সালে ঘ) ১৯৮৯ সালে — খ

৯১. ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নায়ক কে?
ক) মোহাম্মদ রেজা পাহলভি
খ) আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
গ) রুহুল্লাহ আয়াতুল্লাহ খোমেনি
ঘ) আহমাদিনেজাদ — গ

৯২. ইরানে ইসলামিক বিপ্লব কখন সংঘটিত হয়?
ক) ১৮৫৭ খ) ১৯৭৯
গ) ১৯৮২ ঘ) ১৭৭৬ — খ

৯৩. ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের সময় ইরানের নেতা কে ছিলেন?
ক) Shah of Iran খ) Imam Khotami
গ) Imam Robsonjani ঘ) Imam Khomeini — ঘ

৯৪. কোন দেশ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল না?
ক) চীন খ) নেপাল
গ) মালদ্বীপ ঘ) জাম্বিয়া — খ

৯৫. নেপালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক) ১৯৯০ খ) ২০০৮
গ) ২০০৭ ঘ) ১৯৯১ — খ

৯৬. নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র কত সালে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন?
ক) ১৯৯৯ খ) ২০০০
গ) ২০০৭ ঘ) ২০০৮ — ঘ

৯৭. ২০০৭ সালে নেপালে কত বছরের পুরাতন রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটে?
ক) ২৩৫ বছর খ) ২৪০ বছর
গ) ২৪৬ বছর ঘ) ২৩৮ বছর — খ

৯৮. ভূমি মাইন চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক) লন্ডন খ) নিউইয়র্ক
গ) অটোয়া ঘ) রোম — গ

৯৯. ভূমি মাইন নিষিদ্ধ করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি-
ক) সিটিবিটি খ) কিয়োটো চুক্তি
গ) রোম চুক্তি ঘ) অটোয়া চুক্তি — ঘ

১০০. নিচের কোন রাষ্ট্রটি স্থলমাইন নিষেধ সংক্রান্ত চুক্তি সই করেনি?
ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা — খ

১০১. "গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা-" উক্তিটি কার?
ক) মিল খ) প্লেটো
গ) এরিস্টটল ঘ) লর্ড ব্রাইস — ঘ

Home Work

১. বাংলাদেশ ভারত স্থল সীমান্ত সম্পর্কিত প্রটোকলটি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? [৪৬তম বিসিএস]
ক) ১৯৭৪ খ) ২০১১
গ) ২০১৩ ঘ) ২০১৫ — খ

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা প্রদান করে? [৪৬তম বিসিএস]
ক) উদারবাদ খ) বাস্তববাদ
গ) মার্ক্সবাদ ঘ) কোনটিই নয় — ক

৩. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস- [৪৩ তম বিসিএস]
ক) ৮ ডিসেম্বর খ) ১০ ডিসেম্বর
গ) ১১ ডিসেম্বর ঘ) ১৩ ডিসেম্বর — খ

৪. কোন তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপ করে? [৪২তম বিসিএস]
ক) ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ) ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
গ) ২০ আগস্ট, ২০২০ ঘ) ১৮ অক্টোবর, ২০২০ — ক

৫. মার্কিন-তালেবান ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- [৪২তম বিসিএস]
ক) ২ মার্চ, ২০২০ খ) ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
গ) ৩০ এপ্রিল, ২০২০ ঘ) ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ — খ

৬. Sunshine Policy-এর সাথে কোন দুটি দেশ জড়িত? [৪০তম বিসিএস]
ক) চীন, রাশিয়া খ) উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া
গ) জাপান, থাইল্যান্ড ঘ) তাইওয়ান, হংকং — খ

৭. **জিরোসাম গেম (Zero-Sum Game) আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোন তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?** [৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক মার্কবাদ খ গঠনবাদ
গ উদারতাবাদ ঘ বাস্তববাদ ঘ

৮. **নৈরাজ্য যে তত্ত্বের মূল উপাদান সেটি হচ্ছে-** [৩৮তম বিসিএস]
ক নয়া উদারতাবাদ খ গঠনবাদ
গ বাস্তববাদ ঘ নব্য মার্কসবাদ গ

৯. **ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি 'Joint Comprehensive Plan of Action স্বাক্ষরিত হয়-** [৩৭তম বিসিএস]
ক ২ এপ্রিল, ২০১৫ খ ১৪ জুলাই, ২০১৫
গ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ঘ ১০ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ

১০. **বসনিয়ায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী কে?** [২৮তম বিসিএস]
ক বিল ক্লিনটন খ জিমি কার্টার
গ নিক্সন ঘ রিগান খ

১১. **Persona-non-grata শব্দসমষ্টি যে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-** [১৭তম বিসিএস]
ক রাজনীতিবিদ খ ক্রীড়াবিদ
গ ব্যবসায়ী ঘ কূটনীতিবিদ ঘ

১২. **'তাসখন্দ চুক্তি' কখন স্বাক্ষরিত হয়?** [১৪তম বিসিএস/ চবি ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট) -১৭-১৮]
ক ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর
খ ১৯৬৫ সালের ১০ ডিসেম্বর
গ ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি
ঘ ১৯৬৬ সালের ৩০ জানুয়ারি গ

১৩. **ঐতিহাসিক 'ম্যাগনাকার্টা' সনদ কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?** [নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি-'২৩]
ক ১২৯৫ সালে খ ১২১৫ সালে
গ ১৮১৫ সালে ঘ ১২১৬ সালে খ

১৪. **'Petition of Right' নামে মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন পাস হয় কত সালে?** [সহকারী জজ -'১৭; জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (শ্রম পরিদপ্তর-'১৯]
ক ১৬২৭ খ ১৬২৯
গ ১৬২৮ ঘ ১৬৩০ গ

১৫. **প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষ কে ছিল?** [দুর্নীতি দমন পরিদর্শক- ১৭]
ক জার্মানি ও ফ্রান্স খ ব্রিটেন ও জার্মানি
গ ব্রিটেন ও আমেরিকা ঘ ফ্রান্স ও ব্রিটেন গ

১৬. **'Bill of Rights' আইন পাস হয় কত সালে?** [গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'২৩; ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায়) -'১৬]
ক ১৬৮৮ সালে খ ১৬৮৯ সালে
গ ১৬৯০ সালে ঘ ১৬৮৭ সালে খ

১৭. **ম্যাগনাকার্টা কোন সালের কত তারিখে স্বাক্ষরিত হয়?** [পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক: ২০১৭]
অথবা, ম্যাগনাকার্টা কত খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়?
ক ১৫২১ সালের ১৫ জুন খ ১২১৩ সালের ৭ ডিসেম্বর
গ ১২১৫ সালের ১৫ জুন ঘ ১৩২৫ সালের ৭ জুলাই গ

১৮. **ম্যাগনাকার্টা হচ্ছে-** [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর- ১৭]
ক ফরাসি শাসনতন্ত্রের বাইবেল
খ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল
গ স্পেনীয় শাসনতন্ত্রের বাইবেল
ঘ জার্মান শাসনতন্ত্রের বাইবেল খ

১৯. **কোন চুক্তি অনুসারে বসনিয়া সংকট সমাধানের পথ সুগম হয়েছিল?** [২০তম বিসিএস; তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার -২৩]
ক জেনেভা চুক্তি খ ম্যাসট্রিচট চুক্তি
গ ডেটন চুক্তি ঘ প্যারিস চুক্তি গ

২০. **আটলান্টিক সনদে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কে কে?** [২৬ তম বিসিএস]
ক রোনাল্ড রিগ্যান ও মার্গারেট থ্যাচার
খ জর্জ ডব্লিউ বুশ ও টনি ব্লেয়ার
গ জিমি কার্টার ও রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ
ঘ ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও উইনস্টন চার্চিল ঘ

২১. **সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন সালে?** [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ১৭/সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক : ১৯]
ক ১৯৭০ খ ১৯৭১
গ ১৯৭২ ঘ ১৯৭৩ গ

২২. **ক্যাম্প ডেভিড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট) -'১৭-১৮]
ক মেরিল্যান্ড খ ভার্জিনিয়া
গ কেন্টাকি ঘ কোনোটিই নয় ক

২৩. **মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে ১৯৭৮ সালে কোন চুক্তিটি সম্পাদিত হয়?** [বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিস্ফোরক পরিদর্শক - ২০১৭]
ক জেনেভা চুক্তি খ প্যারিস চুক্তি
গ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ঘ তাসখন্দ চুক্তি গ

২৪. **ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন দুটি দেশের মধ্যে?** [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা- ২০১৮; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট)- ২০১৫-১৬]
ক মিসর ও ইসরাইল খ ভারত ও পাকিস্তান
গ সৌদি আরব ও ইরান ঘ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ক

২৫. **ম্যাসট্রিচট চুক্তিকৃত দেশ কতটি?** [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে থানা নির্বাচন অফিসার- ২০১৮]
ক ১২ খ ১১
গ ১৩ ঘ ১৪ ক

২৬. **ম্যাসট্রিচট কোথায়?** [ইসলামী ব্যাংক সহকারী অফিসার (গ্রেড-৩) -১৫]
ক Netherland খ Newzealand
গ Tahran ঘ Manama ক

২৭. অসলো (Oslo) শান্তি চুক্তি কোন সালে সম্পাদিত হয়? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০]
ⓚ ১৯৯০ ⓚh ১৯৯১
ⓖ ১৯৯২ ⓖh ১৯৯৩ **ঘ**

২৮. যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণবিধি কোনটি? [সা.ভূ.ক্যা.অ.প্র.ম.ঢা.সে. (জুনিয়র শিক্ষক)'২৩]
ক) জেনেভা কনভেনশন খ) ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি
গ) বার্লিন কনভেনশন ঘ) নুরেনবার্গ কনভেনশন **ক**

২৯. জেনেভা কনভেনশন কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-'২৩]
ক) ১৯৪৫ খ) ১৯৪৭
গ) ১৯৪৯ ঘ) ১৯৫৪ **গ**

৩০. জেনেভা কনভেনশন হলো কতগুলো- [প.অ. (অফিস সহায়ক): ২০২৩]
ক) মানবাধিকার চুক্তি খ) Conduct of war
গ) যুদ্ধ কনভেনশন ঘ) অর্থনৈতিক চুক্তি **গ**

৩১. তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন হলো– [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, খ ইউনিট '০৩-০৪]
ক) বাণিজ্য সম্মেলন খ) যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণবিধি
গ) যুদ্ধ বিরতিকরণ ঘ) বিচার বিভাগীয় সম্মেলন **খ**

৩২. যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশন-তৃতীয় কোন সনে স্বাক্ষরিত হয়? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর-১৯]
ক) ১৯২৯ সালে খ) ১৯৪৯ সালে
গ) ১৯৩৬ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে **ক**

Class Test

১. সার্বভৌমত্ব কী?
ক) সরকারের চরম ক্ষমতা
খ) রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা
গ) রাষ্ট্রপতির চরম ক্ষমতা
ঘ) প্রধানমন্ত্রীর চরম ক্ষমতা

২. 'ম্যানিফেস্টো' কী?
ক) নির্বাচনী প্রচারকার্য
খ) রাজনৈতিক দলের নীতিমালা ও কর্মসূচির কার্যবিবরণী
গ) রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার
ঘ) রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩. প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে-
ক) ফ্রান্সে খ) ব্রিটেনে
গ) যুক্তরাষ্ট্রে ঘ) জার্মানি

৪. কোন দেশে সর্বপ্রথম 'সরাসরি গণতন্ত্র' (Direct Democracy) চালু হয়েছিল?
ক) ভারত খ) রাশিয়া
গ) সুইজারল্যান্ড ঘ) ফ্রান্স

৫. ভূমি মাইন নিষিদ্ধ করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি-
ক) সিটিবিটি খ) কিয়োটো চুক্তি
গ) রোম চুক্তি ঘ) অটোয়া চুক্তি

৬. ঐতিহাসিক 'ম্যাগনাকার্টা' সনদ কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?
ক) ১২৯৫ সালে খ) ১২১৫ সালে
গ) ১৮১৫ সালে ঘ) ১২১৬ সালে

৭. বসনিয়ায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী কে?
ক) বিল ক্লিনটন খ) জিমি কার্টার
গ) নিক্সন ঘ) রিগান

৮. ক্যাম্প ডেভিড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত?
ক) মেরিল্যান্ড খ) ভার্জিনিয়া
গ) কেন্টাকি ঘ) কোনোটিই নয়

৯. অসলো (Oslo) শান্তি চুক্তি কোন সালে সম্পাদিত হয়?
ক) ১৯৯০ খ) ১৯৯১
গ) ১৯৯২ ঘ) ১৯৯৩

১০. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস-
ক) ৮ ডিসেম্বর খ) ১০ ডিসেম্বর
গ) ১১ ডিসেম্বর ঘ) ১৩ ডিসেম্বর

biddabari
উত্তরমালা

১	খ
২	ঘ
৩	খ
৪	গ
৫	ঘ
৬	খ
৭	ক
৮	ক
৯	ঘ
১০	খ